মুজিবনগরে অসহায় শীতার্ত

ব্যক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র

বিতরণ

মুজিবনগরে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র) এর ১৫২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অসহায় শীতার্ত ব্যক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে শনিবার বিকালে আনন্দবাস বিশ্বাসপাড়া খেলার মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, সহসভাপতি ইস্রাফিল রহমান, গাংনী আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ শফিকুল কার্পাস, কার্বাসডাঙ্গা জামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ মামুনুল হক, আনন্দবাস গ্রামের কৃতিসন্তান মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক গিয়াস উদ্দীন, আনন্দবাস ইটি জে বালিকা বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দীন প্রমুখ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১২০ জন অসহায় শীতার্তদের মাঝে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়।

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও

গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত

করাই আমাদের লক্ষ্য

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ বলেছেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগের

সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিভাগীয় কমিশনার বলেন, শতাব্দীর সেরা সংসদ নির্বাচন উপহার দেওয়া এবং গণভোট নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে সরকারি কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন একটি সাংবিধানিক পবিত্র দায়িত্ব। জনগণের ভোটাধিকার যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বিত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নিরপেক্ষতা, সততা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি গণভোট ও পোস্টাল ভোটের বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা চালানোর ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। পুলিশ সুপার বলেন, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে।

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতীম শীল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সনজীব মৃধাসহ জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ।

সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও

গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে করণীয়, প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও আন্তঃদপ্তর সমন্বয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

শরীফ ওসমান হাদীকে গুলিবিদ্ধের প্রতিবাদে মেহেরেপুর জেলা বিএনপির মিছিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদীকে গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনা এবং এর আগে ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী ও চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাকে গণসংযোগকালে সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের আশু শাস্তির দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিআরটিসি কাউন্টারের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা শহীদ জিয়া সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গাজিউর রহমান গাজু, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, সদর যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, সদর যুবদলের সভাপতি হাসিবুল ইসলাম স্বপন, বুড়িপোতা-মেহেরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিনসহ বিএনপি ও সহযোগী অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতা ও সন্ত্রাসী হামলা গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি। অবিলম্বে উভয় ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আরও কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দেন।

মুজিবনগরে ১৯৯ বোতল নেশাজাতীয় সিরাপসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় র্যাব-১২, সিপিসি-৩ গাংনীর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

শনিবার র্যাব-১২ সিপিসি-৩ গাংনীর অধিনায়কের নির্দেশনায় র্যাবের একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের বাদল মন্ডলের পুত্র মিনারুল ইসলাম (৫২) কে আটক করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে ১৯৯ বোতল WINCEREX নেশাজাতীয় সিরাপ এবং একটি ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যান জব্দ করা হয়।

র্যাব সূত্রে জানা যায়, আটককৃত মিনারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিবহন করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে সে।

এ ঘটনায় আটককৃতের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ৩৬(১) সারনির ১৪(গ)/৪১ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

র্যাব জানিয়েছে, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে ওয়ান শুটার গান ও গুলিসহ আটক ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে একটি ভারতীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান ও দুই রাউন্ড গুলিসহ মোশারফ হোসেন (৩৬) নামে একজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

শুক্রবার(১২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক মোশারফ হোসেন ওই গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে, মোশারফ হোসেনের কাছে অবৈধ অস্ত্র রয়েছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী তার দোকান ও বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিকালে একটি ভারতীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান এবং দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এ সময় মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্প ও র্যাব-১২ এর সদস্যরা তাকে আটক করেন।

আটক মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করে তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চরমপন্থি নিয়ে চাঞ্চল্যকর আলোচনায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া !

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রবাসী এই সাংবাদিক বলেন, নির্বাচন বানচাল এবং দেশকে চরম অস্থিতিশীল করতে বিশেষ গোষ্ঠী সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাবে। একতাবদ্ধ থেকে এদের মোকাবিলা করাই একমাত্র উপায়।

আল জাজিরার সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়েরের এই স্ট্যাটাস গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে দেশের কয়েকটি মিডিয়া সংবাদ প্রকাশ করেছে।
হাদির গুলিবিদ্ধ ঘটনায় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য মোহাম্মদ ওসামা জানান, একটি মোটরসাইকেলে করে আসা দুইজনের মধ্যে থেকে একজন ওসমান হাদির ওপর গুলি চালায়।

তার দাবি, ‘এই দুইজন প্রায় দুই সপ্তাহ আগে হাদির প্রচারণার টিমে যোগ দিয়েছিল। মাঝখানে কিছুদিন তাদের দেখা যায়নি। কয়েকদিন আগে তারা আবার এসে প্রচারণার কাজে যোগ দেয়।

এদিকে পুলিশ ও র্যাব সদস্যরা ঘটনার বিষয়ে ভিডিও ফুটেজ ও সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ সংগ্রহ করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই কর্মকর্তা জানান, তারা সব তথ্য যাচাই করে দেখছেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার দুপুরে অস্ত্রধারীরা শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে। তাকে উদ্ধার করে ২টা ৩৫ মিনিটে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল বিভাগের (ডিসি) উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. হারুন অর রশিদ বলেন, প্রাথমিকভাবে যতটুক জানা গেছে, দুপুরের দিকে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান বিন হাদিসহ তার সঙ্গে আরেকজন রিকশায় করে যাচ্ছিলেন।

তাদের রিকশা কালভার্ট রোড এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলযোগে দুজন এসে ওসমান বিন হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। বিস্তারিত ঘটনা জানতে চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে দ্রুত ও ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে হামলায় জড়িত সবাইকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ, প্রত্যক্ষদর্শীর তথ্য গ্রহণ, সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা এবং হামলার পেছনে কোনো সংগঠিত পরিকল্পনা থাকলে তা উন্মোচনের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে বলেছেন।

সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন ডা: আবুল কাশেম

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ইএনটি কনসালটেন্ট ডা: আবুল কাশেম সহকারি অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। ডা: আবুল কাশেম মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে।

ডা: আবুল কাশেম ১৯৯৭ সালে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৯৯ সালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং পরবর্তীতে বরিশাল মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

তিনি ৩৩ তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। ইএনটি বিষয়ে তিনি উচ্চতর ডিগ্রি এফ সি পি এইচ সম্পন্ন করেছেন দীর্ঘদিন ধরে তিনি মেহেরপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ইএনটি স্পেশালিস্ট হিসেবে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

তাঁর এ পদোন্নতিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন ১৯৯৭ এসএসসি ব্যাচের বন্ধু ও সহকর্মীরা ।

মেহেরপুরের ৪ নং ওয়ার্ডের হঠাৎ পাড়ায় বিএনপি’র উঠান বৈঠক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র উদ্যোগে মেহেরপুরে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে ৪ নং ওয়ার্ডের হঠাৎপাড়ায় এ উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

জেলা মহিলা দলের সভাপতি সায়েদাতুন্নেসা নয়নের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত পার্থী মাসুদ অরুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা মহিলা দল এবং ৪নং ওয়ার্ডের বিএনপি কর্মীরা।

গাংনীতে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

গাংনীতে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উদ্যোগে সমাজের অসহায় দুস্থ সুবিধাবঞ্চিত ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে শীতের উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে কসবা বাজার চত্বরে কসবা ও আশেপাশের গ্রামের মানুষদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

সর্বমোট ৮৬ জন মানুষকে শীতবস্ত্র (কম্বল) উপহার দেওয়া হয়েছে। কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ডা.শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে এবং শিক্ষক ও বিশিষ্ট সংগঠক কামাল হোসেন লাল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বকুল, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, শহিদুল ইসলাম, আমারত ইসলাম, আব্দুল মজিদ, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ রাসেল আহমেদ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক মো: সাগর ইসলাম, মারুফ মীর, সিয়াম, মামুন, সজলসহ সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের সদস্যরা সমাজের পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সংগঠনের পক্ষ থেকে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটি শীতের সময় কম্বল বিতরণ, ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ, ইফতার বিতরণ ও জরুরি প্রয়োজনে ব্লাড সংগ্রহসহ সংগঠনের বিভিন্ন কাজ নিয়ে আলোচনা করেন।

সংগঠনের উপদেষ্টা রফিকুল আলম বকুল বলেন, সমাজের কম সুবিধাভোগী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগিতা করতে হবে। নিজের পরিবারের জন্য যেমন সহযোগিতা ও তাদের জন্য কাজ করতে হয় তেমনিভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এই সমাজেরই অংশ, তাদের জন্যও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান মানুষদের কে সমাজের পিছিয়ে পড়া ও কম সুবিধাভোগী মানুষের সহযোগীতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ করে কসবা সহ এই অঞ্চলের মানুষ যারা এলাকার বাইরে চাকরি করেন ও বিদেশে অবস্থান করেন তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনারা এই গ্রাম বা এই এলাকার সন্তান হিসেবে দায়িত্ব রয়েছে আপনাদের। সেইজন্য আপনারা সবাইকে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটি কে সহযোগিতা ও বিভিন্ন বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

মেহেরপুরে পেঁয়াজের দাম কেজিতে কমলো ২০ টাকা

মেহেরপুরে পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের কেজিপ্রতি দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত কমেছে। নতুন মৌসুমের দেশি পেঁয়াজ বাজারে ওঠা ও সরকার আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাজারে সরবরাহ বেড়েছে। ফলে স্বস্তি ফিরেছে ভোক্তাদের মাঝে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর শহরের বড়বাজারের আড়ত ঘুরে দেখা গেছে, গত সপ্তাহে যে পুরোনো পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ৯০ টাকায় বিক্রি হতো, এখন তা কমে ৭০ থেকে ৭২ টাকায় নেমে এসেছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, নতুন পেঁয়াজ উঠতে শুরু করায় এবং আমদানির প্রভাব বাজারে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই দাম কমছে।

আনছার সবজি ভান্ডারের আনছার শেখ বলেন, নতুন মৌসুমের দেশি পেঁয়াজ বাজারে উঠতেই দাম কমে গেছে। আগে সরবরাহ কম থাকায় আমরা বেশি দামে কিনে বিক্রি করতাম। এখন সরবরাহ বাড়ছে, তাই দামও ধীরে ধীরে কমছে। কৃষকরাও এখন ভালো দামে বিক্রি করতে পারছেন।

মিয়ারুল সবজি ভান্ডারের মিয়ারুল ইসলাম বলেন, আমদানিকৃত পেঁয়াজ ঢুকতে শুরু করেছে, আর দেশি পেঁয়াজও উঠছে এই দুইয়ের কারণে বাজারে এখন সরবরাহ প্রচুর। তাই দাম স্বাভাবিকভাবে কমে এসেছে।

ক্রেতারা অভিযোগ করেন, সরবরাহ কমের অজুহাতে হঠাৎ দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়, এতে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়। তাঁদের মতে, দেশি পেঁয়াজের দাম ৫০-৬০ টাকা মধ্যে থাকলে স্বস্তি মিলবে।

খুচরা বাজারেও কমেছে দাম। বর্তমানে দেশি পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ৯৫ থেকে ১০০ টাকা। স্থানীয় ক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, দাম কমেছে ঠিকই, কিন্তু বাজারে স্থিতিশীলতা নেই। সপ্তাহে তিনবার দাম ওঠানামা করে। দেশি পেঁয়াজ দাম আর একটু কমলে সাধারণ মানুষের নাগালে থাকবে।

পেঁয়াজ বিক্রেতা আনোয়ার হোসেন জানান, কয়েক দিন ধরে দাম বেশি থাকায় আমরা অল্প করে কিনে বিক্রি করছিলাম। এখন দাম একটু কমায় বিক্রি বাড়ছে।